দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৭

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

■ ভালুকা (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

ভালুকা উপজেলার সোনাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভুয়া ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ১৯৬৮ সালে মরহুম জাবেদ আলী ফকির তার নিজস্ব জমির ওপর স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন।

১০ বছর পর '৭৮ সালে স্কুলটি রেজিস্ট্রিভুক্ত হয় এবং ২০১৩ সালে সরকারিকরণ করা হয়। স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিন বছর পর থেকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে স্থানীয় ফজলুল হক দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রথম পর্যায়ে স্কুলটি ভাল অবস্থানে থাকলেও সরকারিকরণ করার পর থেকে শুরু হয় বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়ম। শিক্ষার্থী বেশি দেখিয়ে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা কাজ না করেই আত্মসাৎ করে আসছেন প্রধান শিক্ষক। গত ১ বছর ৪ মাস পূর্বে ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ শেষ হলেও প্রধান শিক্ষক নতুন কমিটি করার প্রয়োজনবোধ করেননি।

এমনকি ভুয়া কমিটি তৈরি করে ১০ মার্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য ৩০ হাজার টাকা উত্তোলন করেন। ঘটনা ফাঁস হলে বিদ্যালয়ের দাতা সদস্য কোবেদ আলী ফকির বাদী হয়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

কোবেদ আলী ফকির জানান, তার পিতা বিদ্যালয়ের জন্য জমি দান করেছেন। তার জীবদ্দশায় বিদ্যালয়টি ভালই চলছিল। পিতা মারা যাওয়ার পর থেকে স্কুলের পড়ালেখার মান নিম্নগামী হতে শুরু করে এবং প্রধান শিক্ষক অনিয়মের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা ও শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা ভুয়া কাগজপত্র তৈরির মাধ্যমে আত্মসাৎ শুরু করেন।

প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক জানান, প্রয়োজনে তিনি উত্তোলিত টাকা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে জমা দিয়ে দিবেন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহিদুজ্জামান জানান, অভিযোগ পেয়েছি।

তদন্ত করে অনিয়মের বিষয়টি পাওয়া গেলে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইউএনও কামরুল আহসান তালুকদার জানান, অভিযোগটি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে দেখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।